তারিখ ০5 APR 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

যুগান্তর

মেয়েদের হলে পুরুষের শাসন

আবদুল্লাহ আল মামুন, *ইবি থেকে*

দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসিক হলে নারী প্রভোস্ট নিয়োগ দেয়া হলেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের তিনটি ছাত্রী হলে চলছে পুরুষ কর্তাব্যক্তিদের শাসন। ফলে চরম বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে ছাত্রীদের। স্পর্শকাতর এ বিষয়টি প্রশাসনের ইচ্ছায় ঘটলেও নজর নেই তাদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের হলগুলোতে অধিকাংশ পুরুষ কর্তাব্যক্তি থাকায় নিত্যনৈমিতিক কাজে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে ছাত্রীদের। ছাত্রী হলে পুরুষ শাসন জারি থাকায় ক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র নারী শিক্ষকরাও। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের তিনটি হল রয়েছে। মধ্যে রয়েছে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা হল। হল প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, এই তিন হলে প্রায় দেড় হাজার ছাত্রী থাকার সুযোগ রয়েছে। তবে তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যক্রম, খাওয়া থেকে শুরু করে হলের ভেতরে ও বাইরে সব কাজের ক্ষেত্রে পুরুষের দারস্থ হতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ তিনটি হলের প্রতিটি হলেরই প্রভোস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পুরুষ শিক্ষক। এমনকি হলের আবাসিক শিক্ষকরাও পুরুষ। ছাত্রী হলের ডাইনিং ম্যানেজার, গার্ড, মালি ও সুইপারও পুরুষ। যারা পূর্বানুমতি ছাড়াই প্রতিনিয়ত যখন তখন মেয়েদের আবাসিক হলে এমনকি কক্ষেও প্রবেশ করছে বলে অভিযোগ ছাত্রীদের। বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের আবাসিক ছাত্রী (ছদ্মনাম) তামান্না বান্যার্জি বলেন, 'আমাদের হলের অধিকাংশ কর্তাব্যক্তি পুরুষ। আমাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রতিদিন তাদের কাছে যেতে হচ্ছে যেটা আমাদের জন্য বিরক্তিকর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন ছাত্রী অভিযোগ করে বলেন, 'হলের প্রভোস্ট ও হাউস টিউটররা নানা অজুহাতে যখন তখন মেয়েদের হলে ঢুকে পড়েন যেটি খুবই লজ্জাজনক। খোঁজ নিয়ে আরও জানা গেছে, বেগম ফজিলাতুন্নেছা হলের ২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ১০ জনই পুরুষ। এ হলের প্রভোস্ট সম্প্রতি নিয়োগ পাওয়া ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের প্রফেসর ড. অশোক কুমার চক্রবর্তী। এছাড়া এ হলের হাউস টিউটর থেকে শুরু করে হলের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পুরুষদের দখলে। একই অবস্থা বেগম খালেদা জিয়া হলেও। এ হলে ৬ শতাধিক ছাত্রীর আবাসস্থল থাকলেও হল প্রভোস্টসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন পুরুষরা। এ হলের প্রভোস্ট সাদ্দাম হোসেন হলের সাবেক প্রভোস্ট গণিত বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. মোস্তফা কামাল। এ হলে মোট ২৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ১৬ জনই পুরুষ। একই অবস্থা নবনির্মিত শেখ হাসিনা হলের। এ হলের প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ড. মিজানুর রহমানকে। আবাসিক শিক্ষক হিসেবেও রয়েছে একজন পুরুষ। রয়েছে মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বল্পতা।

> ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক স্পর্শকাতর বিষয়ে ছাত্রীদের বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হচ্ছে

এ বিষয়ে হলে অবস্থানরত ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী (ছদ্মনাম) নুসরাত জাহান এবং ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের ছাত্রী তানিয়া রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'পুরুষ শাসন থাকায় আমাদের অনেক বিড়ম্বনা পোহাতে হচ্ছে। তাছাড়া অনেক ইয়াং টিচার রয়েছে যার জন্য মেয়েদের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। কেউ যদি কোনো অসুস্থতার কথা বলে তারা বিভিন্ন ধরনের কথা বলে বিষয়টি জানার চেষ্টা করে। যেটি আমাদের জন্য বিব্রতকর। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের অন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা, জাহাঙ্গীর নগর, রাজশাহীসহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের প্রভোস্ট হিসেবে নারী শিক্ষক রয়েছেন। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সেটি ব্যাতিক্রম। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক জ্যেষ্ঠ নারী শিক্ষক থাকলেও কেবল নারী হিসেবে তাদের এ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ সিনিয়র শিক্ষকদের। এ বিষয়ে রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. নাসিম বানু বলেন, 'মেয়েদের থাকার স্থানে পুরুষদের বিচরণটা অনেকটা বেমানান। আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগের প্রফেসর ড. রেবা মণ্ডল বলেন, 'ছাত্রীদের আবাসিক হলগুলোর প্রভোস্ট নারী শিক্ষকদের থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছাত্রীদের সমস্যা একজন নারী শিক্ষক যতটা বুঝবেন একজন পুরুষ শিককের পক্ষে ততটা সম্ভব নয়। প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভাপতি প্রফেসর ড. ইকবাল হোছাইন বলেন, 'নারীদের হলে অবশ্যই নারী প্রভোস্ট হওয়া উচিত। ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি লক্ষণীয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আবাসিক হলে প্রভোস্টদের জন্য থাকার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সেটি সম্ভব হচ্ছে না।